বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম, চেয়ারম্যান

২। সাইফুল আলম, সদস্য

৩। সেবীকা রানী, সদস্য

মামলা নং ১০/২০২২

মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল, সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক সভ্যতার আলো।

ফরিয়দী

বনাম

সোহানা তাহমিনা, প্রকাশক ও সম্পাদক, দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর

প্রতিপক্ষ

জনাব জাহাঙ্গীর আলম এবং জনাব নাজমুল হাসান, আইনজীবীবৃন্দ

ফরিয়াদীপক্ষে

বনাম

সোহানা তাহমিনা স্বয়ং

প্রতিপক্ষে

রায়ের তারিখঃ /১২/২০২২

রা য়

অত্র মামলাটি বাদী দ্বারা দায়েরকৃত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মামলা নং ১০/২০২২, যা বাদী দ্বারা বিবাদীর বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত একটি মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে বিবাদীর প্রকাশিত ও সম্পাদিত দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় বিগত ০৬/১২/২০২১ তারিখের সংখ্যায় প্রথম পাতায় ৫,৬,৭ ও ৮ নং কলামে "অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থনা", শেষের পাতায় ৬,৭ ও ৮ নং কলামে "যেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন মাদক সম্রাজ্য, মাদক সম্রাট নজুর উত্থান-পতন", শেষের পাতায় ৬,৭ ও ৮ নং কলামে "সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কুচক্রী মহল" শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক/অসত্য তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা। উক্ত পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই মামলায় ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো যে তিনি মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং মুন্সিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। স্থানীয়ভাবে পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়,

প্রতিপক্ষ নিজে দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা করার পর থেকে ফরিয়াদীর ও তার পত্রিকার সুনাম ক্ষুন্ন্যের চেষ্টা করছে। এক ঘটনায় দৈনিক ইত্তেফাকের মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক বাসির উদ্দিন জুয়েলকে মশিউর রহমান রাসেল নামক এক ব্যক্তি গুরুতর মারধর করেন। উক্ত ঘটনায় জেলাব্যাপি মানববন্ধন হয়। প্রতিপক্ষের প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীকে এ নিয়ে মানহানি করা হয়েছে। সাংবাদিক বাসির উদ্দিন জুয়েলের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়। উক্ত ঘটনায় প্রতিপক্ষ মশিউর রহমান রাসেলের পক্ষ নিয়ে ফরিয়াদীর ও তাহার পত্রিকার সুনামের বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে। ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। বিশেষভাবে নিম্নে বর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে। ০৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম পাতায় ৫,৬,৭ ও ৮ নং কলামে "অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থণা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে পুলিশ, স্থানীয় দৈনিক, সভ্যতার আলো সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের প্ররোচনায় সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। উক্ত সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পুলিশ দৈনিক সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সাংবাদিক, সুশীল সমাজের ব্যক্তিদেরকে মিথ্যা বলে ভুল বুঝিয়ে মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন। একই দিন মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় শেষের পাতায় ৬,৭ ও ৮ নং কলামে " যেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন মাদক সম্রাজ্য, মাদক সম্রাট নজুর উত্থান-পতন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করেন মানিকপুর এলাকায় সভ্যতার আলোর সম্পাদকের বাড়ির পাশে ছিল নজুর বাড়ি। তখনকার সময়ে সভ্যতার আলোর সম্পাদক মানিকপুরে তার শ্বশুড়বাড়িতে থাকতেন। বর্তমানে সেখানে সভ্যতার আলোর কার্যালয়। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে তাকালেই মাদক কারবারী নজু মিয়ার জান্নাতুল ভিলাটি দেখা যায়। নজুর মাদক কারবারের বিষয়টি পরবর্তীতে জানাজানি হলেও স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু সাংবাদিকের কারনে নজুর বিরুদ্ধে কেউ লিখতে সাহস পাননি। এমনকি স্থানীয়রা কেউ প্রতিবাদের সাহসও পাননি। সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, মুন্সিগঞ্জ শহরের মানিকপুরে সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের বাড়ি। তার এলাকায় বহুতল ভবন নির্মান করে সেখানে প্রায় দুই বছর আত্মগোপনে ছিল মাদক ব্যবসায়ী নজু। এটা নিশ্চই উজ্জ্বল সাহেবের জানা ছিল কিন্তু তিনি তখন এই শীর্ষ মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট করেননি। সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় "তাহলে এতদিন কি মাদক কারবারী নজুর সাথে উজ্জ্বল সাহেবের সখ্যতা ছিল, তিনিও কি নজুর ব্যবসাটি প্রশাসন ও পুলিশের আড়ালে রেখেছিলেন" বিগত বছরগুলিতে জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উজ্জ্বলের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, যা বর্তমানেও চলমান। সচেতন সাংবাদিকদের দাবি, মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল নজুর বিষয়টি ২০১৬-২০১৮ সাল পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছিলেন। তিনি তার প্রভাব খাটিয়ে নজুর মাধ্যমে অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন। একই দিন ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় শেষের পাতায় ৬,৭ ও ৮ নং কলামে " সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কুচক্রীমহল" শিরোনামের সংবাদে উল্লেখ করে লেখেন সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল নিজের

ভাইয়ের অপরাধ ধামাচাপা দিতে শুধু সাংবাদিক সমাজ নয় পুলিশ প্রশাসনকেও ব্যবহার করেছেন। তার ভাই একজন চিহ্নিত প্রতারক, তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছে ব্যাংকের খালি চেক জমা রেখে টাকা ধার করেন। পাওনা টাকা চাইতে গেলে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এবং ক্ষমতা দেখিয়ে নিরীহ লোকদের হয়রানি করার বহু অভিযোগ রয়েছে। এর পূর্বে পহেলা ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে "সাংবাদিক মশিউর রহমান রাসেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে প্রতিপক্ষ নিজে এবং তার লোকজন ফরিয়াদীর প্রতি বিষদাগার মানহানিকর মিথ্যা কথা বলে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করেন, যার কোনো ভিত্তি নেই। এই সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট ফরিয়দী ডাকযোগে ০৭/১২/২০২১ তারিখে প্রতিবাদ পাঠান, প্রতিপক্ষ উহা প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু প্রতিবাদটি মোটেও ছাপাননি। ফলে অভিযোগের কারন প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। সেমতে ফরিয়াদী ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ১২ ধারা মতে প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থণা করেন।

বিবাদী এই মামলায় জবাব দাখিল করে প্রতিদ্বন্ডিতা করেন। সংক্ষেপে তার বক্তব্য হলে ফরিয়াদী তার বক্তব্যে তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার যে অপচেষ্টার কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তিনি আরো বলেন, ফরিয়াদী মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল তার সুনাম ক্ষুন্ন করার কথা বলেছেন এবং ফরিয়দীর বড় ভাই বাসির উদ্দিন জুয়েলকে মশিউর রহমান রাসেল নামক এক ব্যক্তি গুরুতর মারধর করে, উক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঘটনা হলো গত ২৯/১১/২০২১ তারিখে ফরিয়দী মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের বড় ভাই বাসির উদ্দিন জুয়েল পূর্বে তার আত্মীয় মো. রিয়াদ হোসেনের কাছ থেকে চেক দিয়ে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ধার নেন। মো. জুয়েল চায়ের দোকানে বসা দেখে তার আত্মীয় মো. রিয়াদ উক্ত টাকা ফেরত চায়। ঐ সময় রিয়াদের সাথে "দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর" পত্রিকার সাংবাদিক রাসেল উপস্থিত ছিলো। রাসেল রিয়াদের টাকা জুয়েলকে ফেরত দিতে বললে রিয়াদ ও জুয়েলের সাথে কথা কাটাকাটি হয় এবং একে অপরের সাথে হাতাহাতি হয়। রাসেল তাদের থামিয়ে পত্রিকা অফিসে আসে যা দোকানের সবাই দেখতে পায়। পরবর্তীতে ফরিয়াদী ঐ ঘটনাকে সুত্রপাত বানিয়ে প্রতিপক্ষের পত্রিকার ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্য মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করতে উদ্ধত হয়। প্রতিপক্ষ নিজে ফরিয়াদীকে নিজেদের মধ্যে মীমাংসার কথা বলেন, ফরিয়াদী তা মানতে রাজি হয়নি। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন ফরিয়াদীর সাথে প্রতিপক্ষকে মীমাংসার কথা বলে কিন্তু ফরিয়াদী এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতিপক্ষের পত্রিকার সুনাম নষ্ট করার জন্য তার পত্রিকার সাংবাদিক মশিউর রহমান রাসেলকে সংযুক্ত করে ফরিয়াদীর ভাই বাছির উদ্দিন জুয়েল নিজে ৩০/১১/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৬৫(১১) ২১ ধারা ৩৪২/৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৫০৬ পেনাল কোড। এখানে উল্লেখ্য যে ফরিয়দীর ভাই গত ২৯/১১/২১ তারিখ এজাহারে গুরুতর আঘাতের কথা লেখে ও মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয় অবার

৩০/১১/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ থানায় এসে জিডি করে। ফরিয়াদী শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের জনপ্রিয় দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সুনাম নষ্ট করার জন্য অত্র মামলা দায়ের করেন।

গত ৩০/১১/২০২১ তারিখে ফরিয়াদীর দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় প্রতিপক্ষের দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সাংবাদিক রাসেলের নামে "সাংবাদিক জুয়েলের উপর সন্ত্রাসী হামলা গ্রেফতার ১" বলে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সাংবাদিককে সন্ত্রাসী বলে অপপ্রচার চালায়। ফরিয়দী মামলা করে এবং সন্ত্রাসী সংবাদ প্রচার করে ক্ষান্ত না হয়ে পরবর্তী ০১/১২/২০২১ তারিখে সাংবাদিকদের ফেসবুকে ও ফোনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সকলস্তরের মানুষকে আহবান জানিয়ে মানববন্ধন করেন। পরবর্তীতে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জাহাঙ্গীর ঢালী ও ছাত্রলীগ নেতা গোলাম মাওলা, তপনসহ কিছু সাংবাদিক মানববন্ধন কি ব্যাপারে ডাকা হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। গত ০১/১২/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সাংবাদিককে গ্রেফতারের পর সাধারন সাংবাদিকরা ঐ দিন রাসেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন। ফরিয়াদী গত ০৫/১২/২০২১ তারিখে তার "দৈনিক সভ্যতার আলো" পত্রিকায় সাংবাদিক রাসেলকে "শীর্ষ মাদক কারবারী নজুর সহযোগী রাসেল মাদকের চোরাচালানসহ গ্রেফতার হন রাজধানীতে" এমন মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ফরিয়াদীর পত্রিকা ও তার সাংবাদিকের সুনাম নষ্ট করেন। সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে গত ০৬/১২/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় তথ্য প্রচার করা হয়। গত ০৫/১২/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের খবরে কোনো কারন ছাড়া সাংবাদিক রাসেলের আদলতে রিমান্ডের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবাব চাইলে তিনি কোর্টের সকলের সামনে আদালতে ক্ষমা চেয়ে এমন ভুল আর হবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করেন। গত ০৬/১২/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় এবং মাদক ব্যবসায়ী নজুর উত্থান-পতন নিয়েও সংবাদ করা হয়। বাস্তব কথা হলো দৈনিক সভ্যতার আলো যে সন্ত্রাসী নজুর কথা বলেছে, সেই সন্ত্রাসী নজুর বাড়ি ও ফরিয়াদীর বাড়ি একই গলিতে। মুল ঘটনার সূত্রপাতে বাসির উদ্দিন জুয়েলেকে দেওয়া মো. রিয়াদ হোসেন এর চেক ডিজঅনার করে মামলা করতে বলা হয়। সোনালী ব্যাংক অদৃশ্যভাবে কোনো তথ্য ছাড়া গত ০৬/১২/২০২১ তারিখে চেকের সমপরিমান টাকা ব্যাংকে জমা দিলে রিয়াদ হাসান কাউকে কিছু না বলে উক্ত টাকা উত্তোলন করেন। যা মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় গত ০৭/১২/২০২১ তারিখে প্রচার করা হয়। ০৭/১২/২০২১ তারিখে ফরিয়াদী ঢাকার জজকোর্টে আইনজীবীর মাধ্যমে মিথ্যা চেম্বার ও কোনো ফোন নম্বর না দিয়ে মুন্সিগঞ্জ খবর পত্রিকার মেইলে বিবাদীকে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠায় যার ফলে বিবাদীর সহকর্মীদের কাছে তার সুনাম নষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/১২/২০২১ তারিখে বাদীকে বিবাদী মেইলে উত্তর দিয়ে ক্ষমা চাইতে বলেন এবং ডাক বিভাগে নোটিশ পাঠাতে বলেন। আইনজীবী নজরুল হাসান বিবাদীর মেইলে কোনো উত্তর না দিয়ে এবং ক্ষমা না চেয়ে পরবর্তীতে ১২/১২/২০২১ তারিখে চেম্বারের ভুল ঠিকানা ও কোনো ফোন

নাম্বার না দিয়ে ২টি লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। উক্ত লিগ্যাল নোটিশে ফরিয়াদীর সকল উত্তর দেওয়া হয়েছে, তারপরেও বাদী পুনরায় একই বিষয় ফরিয়াদ জানিয়েছেন। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে বাদী যে প্রতিকার পাওয়ার আবেদন করেছেন সেই ধারা ও আইনের সাথে ফরিয়দীর আবেদনের কোনো মিল নেই। ফরিয়াদীর সংবাদের সাথে মিল রেখে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি এবং ফরিয়াদী বিবাদীকে এবং তার পত্রিকাকে হেয় করার জন্য যে সংবাদ প্রচার করেছে তা শুধুমাত্র প্রতিবাদমুলক সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। ফরিয়দী তার লিগ্যাল নোটিশে কোনো সময় নির্ধারণ না করে শুধুমাত্র আদেশ দানের মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেছেন যা একজন সম্পাদকের নিকট সম্মানহানিকর বটে। পরিশেষে বিবাদী ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইনের ২০(ক) ধারায় বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যে অশ্লীল বা অমার্জিত বক্তব্য দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে তার যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেন। তদুপরি ফরিয়াদী উদ্দেশ্যমুলকভাবে প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও জনপ্রিয় পত্রিকা মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সুনাম নষ্ট করার জন্য যে অযৌক্তিক আবেদন করেছেন তা আমলে না নিয়ে অত্র মামলা হতে বিবাদীকে অব্যহতি দানের জন্য প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে একটি অতিরিক্ত জবাবের মাধ্যমে আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন।

অতিরিক্ত জবাবে তিনি বলেন, রাগের বশবর্তী হয়ে সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মিথ্যা সংবাদ দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় আগে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর সংবাদের পূর্বে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। বশির উদ্দিন জুয়েলের কোনো শারীরিক রিপোর্ট আদালতে উপস্থিত করতে পারেননি। ফরিয়াদী তার সভ্যতার আলো পত্রিকায় মারামারির বিষয় বাদ দিয়ে দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার মশিউর রহমান রাসেলের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ে সংবাদ প্রচার করে প্রতিপক্ষের সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী যেকোনো আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারেন। কোন আদালতে তিনি নিয়মিত হবেন এটা তার ব্যক্তিগত ব্যপার এই ব্যপারে কোনোকিছু উল্লেখ করা ফরিয়াদীর উচিত ছিলনা। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে আক্রোশ করেই তিনি এ ব্যপারটি উল্লেখ করেছেন। মুন্সিগঞ্জের পাবলিক প্রসিকিউটর হওয়ার আবেদনের ব্যপারে মিথ্যা তথ্যে দেয়ার ব্যপারে দিয়ে বাদীর বক্তব্য সঠিক নয়। ফরিয়াদী কিছুদিন পূর্বে তার দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় মুন্সিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের বক্তব্য না নিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করেছে যা ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইনের ২০(ক) ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যপারে তাকে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ ছাপানোর কথা বলা হলেও তিনি তার পত্রিকায় কোনো প্রতিবাদ ছাপাননি। বরং মুন্সিগঞ্জের খবরে তা ছাপানো হয়েছে। এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকা অনুসরন করে পরের দিন একই সংবাদ প্রকাশ করেন, যা কপিরাইট আইনের আওতায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ফরিয়াদীর ভাই আদালতে ভর্তির কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি। তিনি

জানতেন রাসেল মুন্সিগঞ্জে খবর পত্রিকার সাংবাদিক তা সত্ত্বেও সে তথ্য গোপন করে রাসেলকে সন্ত্রাসী, মাদকসেবী এবং নজুর সহযোগী বানিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে যা দুঃখজনক ও প্রতিপক্ষের পত্রিকার জন্য মানহানিকর। প্রতিবেদনে যে কথা ফরিয়াদী উল্লেখ করেছেন তার সাথে প্রতিপক্ষ একমত হামলা করলে প্রতিবাদ হবেই। এই হামলা কে করলো তার তথ্য গোপন রেখে মিথ্যা তথ্য প্রচার করা সমীচীন নয়। ফরিয়াদীর ছোট ভাই তার আপন বোনজামাই রিয়াদের কাছে একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে চেক বাবদ উক্ত টাকা ধার নেন এবং রিয়াদ সেই টাকা চাইতে গেলে তার সাথে ফরিয়াদীর ভাই জুয়েলের মারামারি হয়। ফরিয়াদী রিয়াদের কোনো কথা উল্লেখ না করে ওইখানে রাসেলকে আসামী বানিয়ে মামলা দায়ের করে। মশিউর রহমান রাসেল দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার নিয়মিত সাংবাদিক তাকে সংবাদকর্মী বলার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। তদুপরি তাকে নিরাপত্তাকর্মী বলা হয়েছে। সে কার নিরাপত্তাকর্মী তা প্রতিপক্ষের বোধগম্য নয়। আইনজীবী তার লেখনির মাধ্যমে "বর্তমান স্বামী" এই কথা উল্লেখ করেছেন যা হীনমন্যতার পরিচয়। ফরিয়াদী তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে একই বছরে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বের করে তার পত্রিকার ডিক্লারেশন বের করেছেন তা সম্পূর্ণ অবৈধ। ফরিয়াদীকে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা হতে চাকুরির শর্ত ভঙ্গ, তথ্য গোপন করা, অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্য মুন্সিগঞ্জ সংবাদদাতা মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলকে বরখাস্ত করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়দীর পক্ষে যে তথ্য দিয়েছেন তা খুবই অপমানজনক ও তাতে হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। আইনজীবী তার ভুল ঠিকানা ব্যবহার করেছেন, লিগ্যাল নোটিশে তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো নাম্বারও ছিলনা। আইনজীবীর প্রদত্ত ঠিকানায় তার খোজ করে কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফরিয়াদীর পক্ষ হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যসমূহ প্রশংসনিয়। ফরিয়দীর সাথে রাসেলের কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ ছিলনা। রাসেলকে মারামারির ঘটনা থেকে মাদক ব্যবসায়ী উল্লেখ করা সমীচীন নয়। রাসেলকে মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকা অপপ্রচার করে গেছেন। যাই হোক অত্র মামলাটি বিবাদীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদীর প্রদত্ত মিথ্যা ও অপমানজনক তথ্য পর্যালোচনা করে মামলাটি বাতিল করার আজ্ঞা হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব প্রাপ্ত হয়ে ফরিয়াদী তার প্রতিউত্তর দাখিল করেন, সেখানে তিনি বলেন প্রতিপক্ষের দেওয়া পুরো জবাবে অপ্রসাঙ্গিক বিষয় টেনে আনা হয়েছে। বিধিবর্হিভুতভাবে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ এবং প্রতিবাদ না ছাপার বিষয়ে কারন সম্পর্কে জবাবের কোথাও বলা হয় নাই। প্রতিপক্ষ তার জবাবে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ পরিবেশন করেননি। তিনি আইন ব্যবসার পাশাপাশি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে লাগাতার মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন। রাসেল মুন্সিগঞ্জের সিনিয়র সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য বাসির উদ্দিন জুয়েলকে শারীরিক আঘাত করায় মশিউর রহমান রাসেলের নামে মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় মামলা নং ৬২(১১)২১, জিআর নাম্বার ৭১২/২১ দায়ের করা হয়

এবং উক্ত আসামী থানা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। প্রতিপক্ষ নিজে একজন আইনজীবী, তিনি ঢাকায় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মুন্সিগঞ্জের আদালতে নিয়মিত আছেন, ফরিয়াদীর ধারনা ছিল প্রতিপক্ষ আইনের বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি মামলাটি দায়ের করেছেন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করার বিষয়ে, কিন্তু তিনি মুল বিষয় এড়িয়ে অপ্রাসাঙ্গিক বিষয় লিখেছেন। এমনকি তিনি মুন্সিগঞ্জে পিপি হওয়ার বিষয়ে আবেদন করেছেন তাও তিনি এই জবাবের সাথে যুক্ত করেছেন। ফরিয়াদীর বক্তব্য ছাড়াই তার বিরুদ্ধে ডাহা মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য লিখে একতরফাভাবে সংবাদ প্রকাশ করে তার ও তার পত্রিকার সুনাম হানির চেষ্টা করেছেন। কেনো করেছেন তার কোনো জবাব তিনি দেননি। রাসেলের আঘাতে আহত ইত্তেফাক সাংবাদিক জুয়েল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষের জবাব হলো ফরিয়দীর ভাই মার খেয়ে রাসেলের বিরুদ্ধে মামলা ফরিয়াদী ও তার পত্রিকার সুনাম নষ্ট করা হয়েছে। অথচ মামলার কোথাও বা রিপোর্টের কোথাও আসামীর পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ততা উল্লেখ নাই কিন্তু এতেই পত্রিকার মানহানি হয়েছে। আর তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ঢালাও মিথ্যা লিখে তা প্রচার ও প্রকাশ করেছেন। কথিত মারধরের শিকার হলেন প্রেসক্লাব সদস্য বাসির উদ্দিন জুয়েল। ফরিয়াদী মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে তার সদস্যের উপর হামলার বিষয়ে প্রতিবাদ করবে এটাই স্বাভাবিক। মানববন্ধনটি প্রতিপক্ষ কিংবা তার পত্রিকার বিরুদ্ধে ছিলনা, ইহাতে প্রেসক্লাব সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ছাড়াও স্বনামধন্য সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন। পরবর্তীতে রাসেলকে মুন্সিগঞ্জ খবর পত্রিকার অফিস স্টাফ দাবি করে প্রতিপক্ষ পাল্টা মানববন্ধন করেন, সেখানে ফরিয়াদীকে নিয়ে বিষদাগার করা হয় । প্রতিপক্ষ রাসেলকে সাংবাদিক হিসেবে দাবি করেন কিন্তু মানববন্ধনে তাকে অফিসিয়াল স্টাফ বলে দাবি করা হয়। আবার কোনো সময় তাকে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবেও দাবি করা হয়। এর আগে কোনোদিন রাসেল সংবাদকর্মী কিংবা তার পত্রিকার সাথে জড়িত আছে প্রকাশ পায়নি। ইত্তেফাকের সাংবাদিককে আঘাতের দুইদিন পরেই রাসেলকে সংবাদপত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায় যে, রাসেল প্রতিপক্ষের স্বামীর পিছনে দাড়িয়ে আছেন। প্রতিপক্ষ আরো বলেছেন সন্ত্রাসী নজুর বাড়ি ও ফরিয়াদীর বাড়ি একই গলিতে কিন্তু একই গলিতে বাড়ি হওয়ার ব্যপারটি নজুর সঙ্গে ফরিয়দীর সম্পর্ক প্রকাশ করেনা। নজুর বাড়ির প্রতিবেশি প্রতিপক্ষের স্বামীরও বাড়ি। রাসেল তার বিরুদ্ধের খবরে নিজেই প্রতিবাদ পাঠাতে পারতেন তা তিনি করেননি কারন সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই সঠিক রিপোর্ট করা হয়েছে। ভুয়া চেম্বারের ঠিকানা ও ভুয়া ফোন নাম্বার দিয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর বিষয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। লিগ্যাল নোটিশটি সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম মেনেই পাঠানো হয়েছে। রাসেলের সঙ্গে ফরিয়াদীর ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নেই প্রতিপক্ষ কিংবা তার পত্রিকাকে কোনো প্রকার হেয় করা হয়নি। উল্টো প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে এবং তার পত্রিকা সভ্যতার আলোর সুনাম হানির জন্য প্রতিপক্ষের পত্রিকায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে একতরফা মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে। যেখানে ফরিয়াদীর কোনো বক্তব্য নেই । এমনকি বিধি মোতাবেক প্রতিবাদ প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করলেও তা করা হয়নি। প্রতিপক্ষ

দ্বৈত পেশায় থেকে ফরিয়াদীর ও বহুল প্রচারিত ও প্রকাশিত পত্রিকার সুনাম হানির চেষ্টা চালাচ্ছে কাজেই প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

উক্ত মামলায় ফরিয়াদীপক্ষে জাহাঙ্গীর আলম ও নাজমুল হাসান আইনজীবীদ্বয় বক্তব্য রাখেন অপরদিকে প্রতিপক্ষ নিজেই তার বক্তব্য পেশ করেন। ফরিয়াদীপক্ষে বলা হয় যে, মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় ০৬/১২/২০২১ তারিখের সংখ্যায় "অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থনা, যেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন মাদক সম্রাজ্য মাদক সম্রাট নজুর উত্থান-পতন ও সাংবাদিক রাসেলে বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কুচক্রীমহল" এই তিনটি ভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আপত্তিজনক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যাহাতে মামলার ফরিয়াদী মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি নিজে মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। স্থানীয়ভাবে পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়, প্রতিপক্ষ তার মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকাটি প্রকাশনা ও সম্পাদনা করার পর থেকে বিভিন্নভাবে ফরিয়াদীর ও তার পত্রিকার সুনাম ক্ষুন্নের চেষ্টা করছে। মুন্সিগঞ্জের সিনিয়র সাংবাদিক বাসির উদ্দিন জুয়েলকে মশিউর রহমান রাসেল নামক এক ব্যক্তি গুরুতর মারধর করে। প্রতিপক্ষের প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীকে অযথা টেনে এনে তার মানহানি করা হয়েছে। এই মারধরের ব্যপারে থানায় মামলা হলে রাসেল গ্রেফতার হয়, তখন রাসেলের পক্ষ নিয়ে ফরিয়াদী ও পত্রিকার সুনামের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে যাহাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় ০৬/১২/২০২১ তারিখে প্রথম পাতায় ৫,৬,৭ ও ৮ নং কলামে "অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থণা" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে পুলিশ ফরিয়াদী উজ্জ্বলের প্ররোচনায় সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। একই দিন মুন্সিগঞ্জ খবর পত্রিকায় ৬,৭ ৮ নং কলামে "যেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন মাদক সম্রাজ্য মাদক সম্রাট নজুর উত্থান পতন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় মানিকপুর এলাকায় সভ্যতার আলোর সম্পাদকের বাড়ির পাশে ছিল নজুর বাড়ি। সেই সময়ে প্রতিপক্ষ তার শ্বশুড়বাড়ি মানিকপুর এলাকায় থাকতেন বর্তমানে যেখানে সভ্যতার আলোর কার্যালয়। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে মাদক কারবারী নজু মিয়ার জান্নাতুল ভিলার বাড়িটি দেখা যায়। সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় মুন্সিগঞ্জ শহরের মানিকপুরে সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের বাড়ি। তার এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করে সেখানে প্রায় দুই বছর আত্মগোপনে ছিলো নজু। এটা জানা সত্ত্বেও সাংবাদিক উজ্জ্বল এই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট করেননি। তবে কি নজুর সঙ্গে তার সখ্যতা ছিলো, তিনি কি নজুর বিষয়টি প্রশাসন ও পুলিশের আড়ালে রেখেছিল। সেই সময় পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ছিলেন সাংবাদিক উজ্জ্বলের নিয়ন্ত্রণে এবং পুলিশ প্রশাসন তার নিয়ন্ত্রনে চলতো যা এখনো বিদ্যমান। সচেতন সাংবাদিকদের দাবি মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নজুর বিষয়টি

২০১৬-২০১৮ সাল পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছিলেন এবং প্রভাব খাটিয়ে মাদক বিক্রেতা নজুকে সহযোগিতা করে বিনিময়ে অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন। একই দিন ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় শেষের পাতায় ৬ ,৭ ও ৮ নং কলামে "সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কুচক্রীমহল" শিরোনামে সংবাদে উল্লেখ করা হয় সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল নিজের ভাইয়ের অপরাধে অপকর্মকে ধামাচাপা দিতে শুধু সাংবাদিক সমাজ নয় পুলিশকেও ব্যবহার করেছেন। উজ্জ্বলের ভাই একজন প্রতারক, তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছে ব্যাংকের খালি চেক জমা রেখে টাকা ধার করেন। সেই টাকা চাইতে গেলে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে আর সাংবাদিক উজ্জ্বলের ক্ষমতা দেখিয়ে নিরীহ লোকজনদের হয়রানি করার বহু অভিযোগ রয়েছে। এর আগে পহেলা ডিসেম্বর ২০২১ সালে প্রথম পাতায় সাংবাদিক রাসেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে প্রতিপক্ষ নিজে ও তার লোকজন বাদীর প্রতি বিষদগার ও মানহানিকর মিথ্যা কথা বলে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করেছেন যার কোনো ভিত্তি নেই। এই সমস্ত খবরসমূহ ফরিয়াদীকে জনগনের কাছে তার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত করেছে যা প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় একটি অপরাধ। এই লেখাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী বিগত ১৭/১২/২০২১ তারিখে প্রতিবাদ পাঠান এবং বিবাদী উহা প্রাপ্ত হন । কিন্তু প্রতিবাদটি ছাপানো হয়নি। তাতে অভিযোগের প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন এই অভিযোগে বর্ণিত কোনো বিষয় কোনো আদালতে মামলা চালু নাই ফলে অত্র জুডিশিয়াল কমিটির ব্যপারটি সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীকে ১২ ধারা মতে শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন।

ফরিয়াদীর পেশকৃত যুক্তিতর্কের বিপরীতে প্রতিপক্ষ নিজে জুডিশিয়াল কমিটির কাছে তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ এর সুত্র হল গত ২৯/১১/২০২১ তারিখে ফরিয়দীর আপন ভাই বাছির উদ্দিন জুয়েল তার আত্মীয়ের কাছ থেকে চেকের পরিবর্তে টাকা ধার নেয়, এই টাকা ফেরত চাইলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় তখন মুন্সিগঞ্জ খবরের প্রতিনিধি সাংবাদিক রাসেল তাদের মধ্যে সমঝোতা করায় । এই পরিস্থিতিতে ফরিয়াদী তার ভাইকে বাদী করে মুন্সিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। গত ৩০/১১/২০২১ তারিখের সভ্যতার আলো পত্রিকার ১ম পাতায় "হামলাকারী মশিউর রহমান রাসেল, সাংবাদিক জুয়েলের উপর হামলা গ্রেফতার-১" মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফরিয়াদী তার দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেন। এমনকি কোনো রকম তথ্যের সুত্র না দিয়ে সাংবাদিক রাসেলকে শীর্ষ মাদক বিক্রেতা বলে উল্লেখ করেন এবং প্রতিনিয়ত ছাপাতে থাকেন। গত ০৫/১২/২০২১ তারিখে ফরিয়াদী সভ্যতার আলো পত্রিকার সাংবাদিক রাসেলকে "শীর্ষ মাদক কারবারী নজুর সহযোগী রাসেল, মাদকের চালানসহ গ্রেফতার হন রাজধানীতে" কোনো সুত্র ছাড়া মিথ্যা তথ্য প্রচার করে যে মামলার রেফারেন্স টানা হয়েছে সেখানে নজুর কোনো কথাই লেখা ছিলনা। ফলে ফরিয়াদী ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরন) আইনের ২০(ক)

ধারা লংঘন করেছেন। "দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবর" পত্রিকায় ০৬/১২/২০২১ তারিখে প্রকাশিত অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থনা খবরটির ব্যাপারে তিনি বলেন যে, গত ০২/১২/২০২১ তারিখে রাসেলের রিমান্ড প্রার্থনায় আদালত রিমান্ডের আবশ্যকতা নাই বলে আবেদনটি নামঞ্জুর করেন। ঐ দিন আদালত রিমান্ডের আবেদন শুনানীতে পুলিশকে রিমান্ড চাওয়ার কারন জিজ্ঞেস করে ভৎসনা করলে পুলিশ আদালতে উপস্থিত সবার সম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। খবরটি ০৬/১২/২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে আইনজীবী সমিতির সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহিন আমানউল্লাহ ও পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত উল্লেখ করা হয় যা সম্পুর্ণ সত্য। এতে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী কোনো অন্যায় হয় নি। একই পত্রিকায় "যেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন মাদক সম্রাজ্য, মাদক সম্রাট নজুর উত্থান পতন" খবরটির ব্যাপারে তিনি বলেন যে, গত ০৫/১২/২০২১ তারিখে ফরিয়াদী তার সভ্যতার আলো পত্রিকায় সাংবাদিক রাসেলকে নিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী নজুকে জড়িয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তার প্রতিবাদে শীর্ষ সন্ত্রাসী নজু এবং ফরিয়াদী সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হয় নাই। কাজেই এ ব্যাপারে তার ক্ষোভ প্রকাশ করার কোনো কারন নেই আর প্রেস কাউন্সিল মামলা তো চলেই না। ঐ একই পত্রিকায় "সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে অপ্রচারে কুচক্রীমহল" খবরটির ব্যাপারে তিনি নিবেদন করেন ফরিয়াদীর ভাই সাংবাদিক জুয়েলের অপরাধ ঢাকার জন্য প্রতিপক্ষের সাংবাদিক রাসেলের নামে ৩০/১১/২০২১ তারিখে মারামারির মিথ্যা মামলা দায়ের করেন এবং ০৫/১২/২০২১ তারিখে তার পত্রিকায় সাংবাদিক রাসেল শীর্ষ সন্ত্রাসী নজুর সহযোগী বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা প্রমান করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের পত্রিকা, সাংবাদিক ও প্রতিপক্ষ নিজের সুনাম নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সভ্যতার আলো পত্রিকার প্রকাশিত খবর ও তথ্য প্রমান সহকারে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ সত্য কাজেই প্রেস কাউন্সিল আইনের কোনোই লংঘন হয়নি।

পরিশেষে তিনি নিবেদন করেন যে তার পত্রিকায় মুন্সিগঞ্জের খবরে প্রকাশিত তিনটি খবরই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ফরিয়াদীকে কোনো ভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করেনি বরং ফরিয়াদী যে সুষ্ঠ নীতি (Clean hand) অবলম্বন করে এই মামলাটি দায়ের করেন নি তাই স্পষ্ট হয়। তদুপরি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরসমূহ সমন্ধে ফরিয়াদী যে লিগ্যাল নোটিশ ০৭/১২/২০২১ তারিখে পাঠিয়েছেন তার শেষ লাইনে ফরিয়াদীর আইনজীবী লিখেন যে "অত্র নোটিশ প্রাপ্তির পরবর্তী সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় যে স্থানে এই তিনটি সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে সেই স্থানে একই রকম শুরু দিয়ে এই প্রতিবাদটি প্রকাশ করিবেন অন্যথায় আমার মক্কেল আপনার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" এই রকম একটি লিগ্যাল নেটিশে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত মানহানিকর। তদুপরি প্রতিপক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট সময় দিয়ে এই নোটিশ দেয়া হয় নাই। ফলে নোটিশে উল্লেখিত প্রতিবাদ ছাপানোর কোনো কারন নাই। তবুও অফিস থেকে আইনজীবীর ঠিকানা জোগাড়

করে নোটিশের জবাব দেওয়া হয়েছে। এইসব কিছু বিবেচনা করে তিনি বলেন যে, মামলাটি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা কোনো হিসেবেই লংঘন করেননি, ফলে মামলাটি বাতিল হবার যোগ্য।

উভয়পক্ষকে শুনিলাম ও বিষয়সমূহ ও তাদের দেওয়া যুক্তি সমূহ পর্যালোচনা করলাম। মামলাটি আনীত হয়েছে ফরিয়াদী কর্তৃক এবং তিনি প্রতিপক্ষের পত্রকায় ০৬/১২/২০২১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি খবর সম্বন্ধে যাতে ফরিয়াদী দাবী করেছেন যে ঐ খবর গুলেতে প্রকাশিত বিষয়সমূহ প্রকাশের পূর্বে যথাযথ যাচাই বাছাই করা হয় নাই এবং তার সঙ্গে কেনো ভাবেই যোগাযোগ করে খবরসমূহের সত্যতা নির্নয় করার চেষ্টা করা হয় নাই। তদুপরি খবরগুলো সম্পর্কে পাঠানো প্রতিবাদটি ছাপানো হয় নি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। ফলে সবকিছু বিবেচনা করে প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে এই মামলায় রায় হওয়া উচিত।

ফরিয়াদী ০৬/১২/২০২১ তারিখের মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকা প্রকাশিত তিনটি লেখা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। "অযৌক্তিক রিমান্ড চেয়ে আদালতে গিয়ে পুলিশের ক্ষমা প্রার্থনা" এই লেখাটিতে উল্লেখ করা হয় যে, পুলিশ দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল এর প্ররোচনায় সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে মিথ্যা মিথ্যা দাবিতে রিমান্ড চেয়ে পরবর্তীতে আদালতের কাছে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। উক্ত সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, জনৈক মাদক ব্যবসায়ী নজু মিয়া সাংবাদিক উজ্জ্বলের প্রতিবেশী এবং তার প্ররোচনায় অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর উল্লেখ করা হয় যে, সভ্যতার আলোর সম্পাদক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জল সমাজের সুশীল শ্রেণির ব্যক্তদেরকে মিথ্যা বলে ভুল বুঝিয়ে মানববন্ধন করেন। এই তিনটি খবর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথম খবরটিতে বলা হয়েছে যে সাংবাদিক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল এর প্ররোচনায় পুলিশ অন্যায়ভাবে মুন্সিগঞ্জের খবর পত্রিকার সাংবাদিক রাসেলকে প্রেফতার করে এবং রিমান্ডে নেয়। রিমান্ড সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রশ্ন করলে তদন্তকারী কর্মকতা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, যে খবরের ভিতরে কোথাও নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়না শুধুমাত্র একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে নাসির উদ্দিনের প্ররোচনায় সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে পুলিশ পক্ষপাতমুলক আচরণ করেছে। দ্বিতীয় খবরটিতে দেখা যায় সন্ত্রাসী নজুর বাড়ি ছিল সভ্যতার আলোর সম্পাদকের বাড়ির পাশে। এই লেখাটির মাধ্যমে আসলে মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল এর বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি শুধুমাত্র তার বাড়ির পাশে নজুর বাড়ি একথা বাদে। আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, নজুর সাথে উজ্জ্বল সাহেবের সখ্যতা ছিল এবং উজ্জ্বল সাহেবের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকার কারনে নজু নিজেকে প্রশাসন ও পুলিশের আড়ালে রেখেছিল। পত্রিকার তৃতীয় খবরটি যেখানে বলা হয়েছে সাংবাদিক রাসেলের বিরুদ্ধে কুচক্রীমহল শিরোনামের সংবাদটিতে দেখা যায় যে, সাংবাদিক উজ্জ্বল নিজের ভাইয়ের অপরাধ ধামাচাপা দিতে পুলিশ প্রশাসনকেও ব্যবহার করতেন। মোদ্দা কথা এই তিনটি অভিযোগের মধ্যে কোনোটিতেই মীর

নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলকে উল্লেখ করে কোনো খবর প্রকাশ হয়নি, যাহাতে বলা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালি চেক জমা দিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হতো কিন্তু এখানেও উজ্জ্বলকে উল্লেখ করে বলা হয়নি। ইহা সত্ত্বেও কি কারনে ফরিয়াদি এই মামলাটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে দায়ের করলেন তা বোধগম্য নয়। কিন্তু কিছু কিছু অভিযোগে দেখা যায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তা না বললে অনেক ভালো হতো। ফরিয়াদী তার বক্তব্যে এ কথা বলার চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পেরে তার নিজস্ব লোকজন ও আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে বিষদাগার ও মানহানিকরে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করেছেন যার কোনো ভিত্তি নেই। এই সমস্ত বক্তব্যসমূহ ফরিয়াদীকে জনগনের কাছে তার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে এবং তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত করেছে। যা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনে একটি অপরাধ। ফরিয়াদী গত ১৭/১২/২০২১ তারিখে এই লেখা সমুহের ব্যপারে প্রতিবাদ পাঠান কিন্তু তা প্রতিপক্ষ ছাপাননি। এই ব্যপারে প্রতিপক্ষ তার জবাবে বলেছেন যে লিগ্যাল নোটিশে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের কোনো নম্বর ছিলনা এবং তার ঠিকানায় কোনো অবস্থান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আইনজীবী সমিতির অফিস থেকে আইনজীবীর ঠিকানা জোগাড় করে জবাব দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিবাদের জবাব দেওয়া হয়নি কথাটি ঠিক নয়।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দৈনিক মুন্সিগঞ্জের খবরের সম্পাদক তার বক্তব্রে বরেন যে, গত ৩০/১১/২০২১ তারিখে ফরিয়দীর পত্রিকায় প্রতিপক্ষের পত্রিকার সাংবাদিক রাসেলের নামে সন্ত্রাসী হিসেবে অপপ্রচার চালায়। ফরিয়াদী মামলা করে ও মানববন্ধন করে কিন্তু মানববন্ধনে উপস্থিত লোকেরা মানববন্ধন কেন ডাকা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করলে তারা কোনো সঠিক জবাব দিতে পারেননি। তারপর সাধারন সাংবাদিকরা সাংবাদিক রাসেলের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করে। তৎপর ফরিয়াদী সেই সেই সাংবাদিক রাসেলকে মাদক ব্যবসায়ী নজুর সহযোগী হিসেবে প্রচার করে। তাতে প্রতিপক্ষের পত্রিকা ও তার সাংবাদিক রাসেলের সুনাম নষ্ট করে। বাস্তব কথা হল ফরিয়াদী দীর্ঘদিন প্রতিপক্ষ ও তার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত আছে। সন্ত্রাসী নজুর বাড়ি ও ফরিয়াদীর বাড়ি একই গলিতে। ফলে এটা সত্য যে এই দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে তবে তা শুরু হয়েছে ফরিয়াদীর পত্রিকার মাধ্যমে। কাজেই আইন ভঙ্গ করলে তা ফরিয়াদী করেছেন। কিন্তু এইসব বক্তব্য সত্য বলে ধরে নিলেও প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী কিছু লিখেছে বা বলেছে তা দেখাতে পারেন নি। দেখানো হয়েছে যে প্রতিপক্ষের পত্রিকা ও তার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। কিন্তু সেই সাংবাদিক কেনো মামলা করেননি, ফলে প্রতিপক্ষের যুক্তিও এখানে টিকে না। মোদ্দা কথা দুই পক্ষই এখানে তাদের বক্তব্যসমূহ প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রেস কসাউন্সিল আইন অমান্য করেছেন, তা দেখা যাচ্ছে না।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে, আরজী, জবাব ও প্রতিউত্তর সমূহ পর্যালোচনা করে অত্র বিচারিক কমিটি এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ফরিয়াদী তার মামলা প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রতিপক্ষও তার পক্ষে দেয়া বক্তব্যসমূহ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ব্যর্থ হলেও তার বক্তব্যসমূহ ফরিয়াদির দেয়া বক্তব্য প্রমাণে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। এই ব্যর্থতায় তার কোনো ক্ষতি হবেনা। মামলা প্রমানোর দায়িত্ব যেহেতু ফরিয়াদীর। কাজেই তার এই ব্যর্থতায় সমস্ত মামলাটি বাতিলযোগ্য। মামলাটি প্রমান না হওয়ার ফলাফলে মামলাটিকে বাতিল করা হলো।

বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

সাইফুল আলম
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

সেবীকা রানী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল